মে, ২০২২

প্রয়াস

সংখ্যা-২৬

মাল্টিজার ইন্টারন্যাশনালের সহায়তায়, কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত টেকনাফ এর হ্নীলা ইউনিয়ন ও উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা কর্মসূচি-একর্ড প্রকল্পের মাসিকপত্র।

এক্সপোজার ভিজিট এর মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কাজে উৎসাহী হলেন দলের সদস্যরা

ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে কোস্ট একর্ড প্রকল্প পালংখালী এবং হ্নীলা ইউনিয়নে ১৫টি আত্মনির্ভরশীল দলের মধ্যে পাঁচটি এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন করে। এই ১৫টি আত্মনির্ভরশীল দল থেকে মোট ২১৭ জন সদস্য উক্ত পরিদর্শনে অংশগ্রহন করেন।

পরিদর্শনকালীন সময়ে হ্নীলা ইউনিয়নে দলীয় সম্পদ প্রদর্শন।- শাহরাজ

পরিদর্শনকালীন সময় পরিদর্শনকারী দলসমূহ পরিদর্শনকৃত দলের সকল ডকুমেন্টস এবং দলীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত দূর্বলদল তাদের কাজের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি সংশোধনের শিক্ষা লাভ করে। পাশাপাশি মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দলীয় কাজের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, ঝুঁকি এবং উত্তোরণের উপায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে দলের সদস্যরা।

দিলারা'র সফলতার গল্প

আমি কোস্ট একর্ড প্রকল্প হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও ব্যবসা উন্নয়নমূলক শীর্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করি যা আমার ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে এবং প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অর্থ সহায়তা আমার ব্যবসার মূলধন হিসেবে আমি কাজে লাগিয়েছি'- বলছিলেন দিলারা।

দিলারা বেগম কাপড় বিক্রি করছেন। ছবি-ফিরোজা

দিলারা বেগম এক স্বাধীনচেতা নারী, তিনি কোস্ট এ্যাকর্ড প্রকল্পের "জেসমিন আত্মনির্ভরশীল" দলের সভাপতি। পালংখালী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের পুটিবনিয়া গ্রামের ৩৫বছর বয়স্ক এই নারীর স্বামী মৃত: আবুল বশর। স্বামীর মৃত্যুর পরে বাবার বাড়ি চলে আসেন দিলারা বেগম। কিন্তু তার বাবার বাড়িতে আগে থেকেই অভাব অনটন লেগে ছিল, তাই ছেলে মেয়ে নিয়ে সেখানেও সুখে ছিলেননা দিলারা বেগম। অনেক চেষ্টার পরে মায়ের কাছ থেকে কিছু মুলধন নিয়ে এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাপড় বিক্রি করা শুরু করেন তিনি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে থমকে যায় তার এই ক্ষুদ্র ব্যবসা। ব্যবসায়িক মূলধনকে ব্যবহার করেন পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য।

যখন সবকিছু হারিয়ে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছিলেন দিলারা বেগম, ঠিক এ সময় কোস্ট একর্ড প্রকল্প তার হাতে তুলে দিল ৭৭০০ টাকার অনুদান। যা দিয়ে তিনি আবারও ফিরে পান আয়ের সুযোগ।তিনি ৭৭০০ টাকাকে তার কাপড় ব্যবসার মুলধন হিসেবে ব্যবহার করেন এবং ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাপড় বিক্রি করেন এবং সেখান থেকে যা পান তা দিয়ে পরিবারের অভাব দুর করার চেষ্টা করছেন। এর আগে দিলারা বেগম, কোস্ট এ্যাকর্ড প্রকল্প হতে দূর্যোগ ঝুকি হ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব ও যোগাযোগ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন।

পরিশ্রমী আনোয়ারা বেগম এর সফলতার গল্প...

আনোয়ারা বেগম তার সবজি ক্ষেতে কাজ করছে।ছবি-মিজান

পালংখালী ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের বাদীতলী গ্রামের বাসিন্দা ছৈয়দ নুরের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম। পাঁচ জনের সংসার চালাতে আনোয়ারা বেগমের মুদি দোকানদার স্বামীর অনেক কষ্ট হয়ে যায়।

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে কোস্ট এ্যাকর্ড প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত জরিফের মাধ্যমে আনোয়ারা বেগম এ্যাকর্ড প্রকল্পের নয়নতারা দলে অর্ন্তভুক্ত হন। দলে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার পর অনেক ধরনের পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে লকডাউনের ফলে আনোয়ারা বেগমের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আরো পিছিয়ে পড়ে। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে প্রকল্প হতে এককালীন ৭৭০০ টাকা অনুদান গ্রহন করেন।

নিজ দোকানে আনোয়ারা বেগম কাজ করছে।ছবি-মিজান

আনোয়ারা বেগম কোস্ট এ্যাকর্ড প্রকল্প থেকে দক্ষতা উন্নয়ন মূলক (কৃষি ও প্রাণিসম্পদ) প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষন পাওয়ার পর তার বড়ির উঠানে মিষ্টি কুমড়ার চাষ শুরু করেন এবং অল্প টাকায় তার স্বামীর দোকানে পুজি হিসেবে ব্যবহার করেন। এছাড়াও তিনি শাকসব্জি বাজারে বিক্রি করে প্রতি মাসে ৫০০-৮০০ টাকা আয় করা শুরু করেছেন। তার আয় থেকে তিনি সঞ্চয় শুরু করেছেন যা দিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ এ আরো বড় করে শাকসব্জি চাষ ও ব্যবসা শুরু করার আশা করছেন।

রাস্তা সংস্কারে ভূমিকা রাখলো কোস্ট জনসংগঠনের সদস্যরা

রাস্তা সংস্কারের পর্বে। ছবি-ফিরোজা

হোয়াব্রাং টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের একটি গ্রাম। উক্ত গ্রামের দক্ষিণে প্রবেশের রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবত সংস্কারহীন অবস্থায় ছিলো। এরকম সংস্কার হীন একটি রাস্তার কারনে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্কুলগামি শিশু ও বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষরা। বর্ষাকালে স্থানীয় জনগন তাদের উৎপাদিত পণ্য স্থানান্তর করতে পারে না। কোস্ট একর্ড প্রকল্প ২০১৯ সাল থেকে এখানে কাজ করছে।

রাস্তা সংস্কারের পরে। ছবি-ফিরোজা

নারীদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন করা এ জনসংগঠনের মূল লক্ষ্য। জনসংগঠনের সদস্যদেও সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হোকাব্রাংয়ের জনসংগঠন কমিটি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সারথে বৈঠক করে রাস্তা নির্মানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এভাবে একাধিক প্রচেষ্টার পর রাস্তাটি নির্মান করা হয়

মাসভিত্তিক লক্ষ্য ও অর্জন- এপ্রিল, ২০২২ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	এক্সপোজার ভিজিট	২	২
২	মাসিক দলীয় সভা	১৩০	১২৫
৩	মাসিক জনসংগঠন কমিটির সভা	৮	৬
৪	মাসিক সভা	০১	০১

অধিক তথ্যের জন্য:
www.coastbd.net